দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 JAN 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

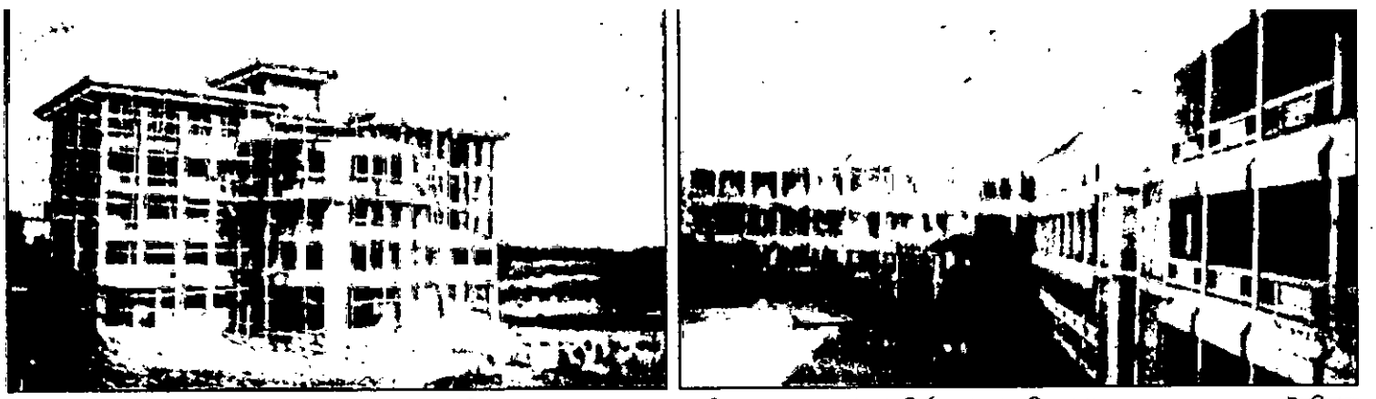

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন (বামে) এবং কলা ও বিজ্ঞান ভবন (ডানে) এর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে -ইনকিলাব

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি বছরেই ভর্তি

ত্রিশাল থেকে এস এম হুমায়ুন কবির

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত ত্রিশালের নামাপাড়ার বটতলায় নির্মিত হয়েছে দেশের প্রথম সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় 'কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়'। ইতিমধ্যেই কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। গত বছর ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর প্রশাসনিক ভবন, কলা ভবন ও বিজ্ঞান ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ২টি আবাসিক হল। এছাড়াও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য ১টি ডরমেটরী নির্মিত হবে। ২০০৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী একনেকের সভায় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে ২০০৪-২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা। জানা গেছে, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ অবকাঠামো বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক ভবন এবং ২টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। একাডেমিক ভবনের মধ্যে রয়েছে ১টি কলা ভবন ও ১টি বিজ্ঞান ভবন। প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৭৩ হাজার টাকা, কলা ভবনে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৮ লাখ ৫৬ হাজার টাকা এবং বিজ্ঞান ভবনের জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। গত ২৯ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে এসে দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অন্য সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২টি আবাসিক হল ও কর্মকর্তাদের জন্য ১টি ডরমেটরীও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মিত হবে বলে ঠিকাদার আশা ব্যক্ত করেন। জানা গেছে, এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ, সাহিত্য প্রতিভা ও মেধা স্ফুরণের সুযোগ সৃষ্টি এবং ললিতকলা অনুশীলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য পাঠদান করা হবে। নজরুল চর্চা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট এবং নজরুল নিকেতন ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এ বছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। শুরুতেই ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হবে। পর্যায়ক্রমে ২২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অনুষদের আওতায় মোট নয়টি বিষয়ে পাঠদান করা হবে। অনুষদের মধ্যে থাকবে ফ্যাকাল্টি অব লিবারেল আর্টস (কলা ও সাহিত্য অনুষদ)। এতে থাকবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, তুলনামূলক সাহিত্য ও বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি। ফ্যাকাল্টি অব পারফরমিং আর্টস (ললিত কলা অনুষদ)। এতে থাকবে নাট্যকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র এবং ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ (ব্যবসা অনুষদ)। এক কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করা হবে। এছাড়াও পৃথকভাবে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং নজরুল জীবন দর্শন, কথা ও সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। উল্লেখ্য, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামছুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৪ জুলাই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজেরও সরেজমিনে তদারকি করছেন তিনি।